গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(নার্সিং শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪৫.১৫৮.১১০.০০.০০.০২৮.২০১২- ১২৬

তারিখঃ ২৯-১১-১৪১৯ বাং / ১৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ

"কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনা ও স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৩"

ভূমিকাঃ

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে কমিউনিটি প্যারামেডিক এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিরাপদ মাতৃত্বসহ অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিউনিটি প্যারামেডিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। দেশে একটি দক্ষ প্যারামেডিক কর্মী গড়ে তোলা হলে পল্লী অঞ্চলের মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত কমিউনিটি প্যারামেডিক উল্লেখিত জনশক্তির স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা বহুলাংশে পুরণ করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন কর্মসূচী (MDG) তে উল্লেখিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা যথা শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন, এইচ আই ভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কমিউনিটি প্যারামেডিকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বর্তমানে বিদ্যমান ১৮ মাসের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডাব্লিউভি) প্রশিক্ষণ কোর্সের সাথে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মিডওয়াইফারি এবং অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম বিষয় সমূহ অন্তর্ভূক্ত করে দুই বৎসর মেয়াদে উন্নীত করা হয়। আশা করা যায়, উক্ত কোর্সটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাদৃত হবে। সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অথবা বেসরকারী পর্যায়ে "কমিউনিটি প্যারামেডিক" কোর্স চালু করার লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট এবং সময়োপযোগী নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে সরকার ও বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলঃ

১. শিরোনাম ঃ

এ নীতিমালা " কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনা ও স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৩" নামে অভিহিত হবে।

২. সংজ্ঞা ঃ

সরকার ও বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত দুই (২) বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স সম্পন্নকারী এবং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধনকৃতদের "কমিউনিটি প্যারামেডিক" বলা হবে। তারা নিজস্ব উদ্যোগে গ্রামীণ জনপদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিরাপদ মাতৃত্ব স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবেন।

৩. নীতিমালার প্রয়োগঃ

৩.১ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিকভাবে পালনীয় নির্দেশক হবে;

৩.২ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনার প্রশাসনিক অনুমোদন/অনাপত্তি প্রদানের সকল ক্ষমতা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করবে;

৩.৩ এ নীতিমালা বা এর অংশ বিশেষ লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোর্স পরিচালনার অনুমোদন বাতিলের কারণ বলে গণ্য হবে ;

৩.৪ বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনায় একাডেমিক অনুমোদন প্রদানের নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে ;

৪. মূল উদ্দেশ্য ঃ

৪.১. এ নীতিমালা কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স চালুকরণের নির্দেশনা প্রদান করা ;

৪.২. শিক্ষার মান ও পরিচালনা-ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে একটি দক্ষ কমিউনিটি প্যারামেডিক কর্মী গড়ে তোলা ;

৪.৩. তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিরাপদ মাতৃত্ব সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিউনিটি প্যারামেডিকদের ভূমিকা পালনে সহায়তা করা;

৪.৪. দক্ষ কমিউনিটি প্যারামেডিক তৈরী ও দেশে বিদেশে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বি করা ;

৫. অধিক্ষেত্রঃ

৫.১. সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনা ও স্থাপনের অনুমোদন/অনাপত্তি প্রদান;

৫.২. কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স কার্যক্রম পরিচালনার মূল্যায়ণ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান;

৫.৩. যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করা হবে সেগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরোপিত শর্তাদি পূরণ করছে কি না এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদান।

৬. **কোর্স পরিচালনার জন্য অনুমোদন পদ্ধতিঃ**

৬.১. প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা পরিচালক কর্তৃক রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল বরাবর আবেদনপত্র প্রদান করবেন। আবেদনের অনুলিপি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে। আবেদন ফরম এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল হতে সংগ্রহ করে যথাযথভাবে পূরণপূর্বক বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলে দাখিল করবে।

৬.২. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার ও কাউন্সিলের নীতিমালা ও নির্দেশনাসমূহ মেনে চলবে মর্মে রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল বরাবর প্রচলিত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

৬.৩. আবেদন প্রাপ্তির পর নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সভায় প্রতিবেদন পেশ করবেন। উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনা পূর্বক অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

পরিদর্শন কমিটিঃ

(১) উপসচিব (নার্সিং) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সভাপতি
(২) পরিচালক, সেবা পরিদপ্ত বা তাঁর প্রতিনিধি-	-সদস্য
(৩) মহাপরিচালক, নিপোর্ট কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি- (উপপরিচালক পর্যায়ের)	-সদস্য
(৪) রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল	-সদস্য সচিব

৭. কোর্স পরিচালনার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে আবশ্যিক শর্তাবলী ঃ

৭.১. ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক অনুপাতঃ বিষয় ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক অনুপাত হবে ২৫ঃ১ জন (তাত্ত্বিক) এবং ১৫ঃ১ জন (ব্যবহারিক);

৭.২. সার্বক্ষনিক শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। প্রয়োজনে খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কোনক্রমেই এক তৃতীয়াংশের বেশি খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবেনা। তবে সকল প্রশিক্ষককেই কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত বিষয়ে ডিগ্রীধারী বা TOT প্রাপ্ত হতে হবে।

৭.৩. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে ভাড়ায় অথবা নিজস্ব মালিকানাধীন ন্যূনতম ৮,০০০ (আট হাজার) বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে জায়গার দলিলাদির অনুলিপি দাখিল করতে হবে। ভাড়ায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী ০৮ (আট) বছরের মধ্যে নিজস্ব মালিকানাধীন ভবনে স্থানান্তর করতে হবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধাও বৃদ্ধি করতে হবে।

৭.৪. প্রাথমিকভাবে প্রতি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির অনুমোদন প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষন ও ব্যবস্থাপনার সফলতা পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বৃদ্ধি করা যাবে।

৭.৫. শিক্ষার আবশ্যকীয় উপকরণঃ

প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ (এক)টি শ্রেণীকক্ষ, ২ (দুই)টি ব্যবহারিক শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরী শিক্ষা উপকরনসহ বিষয় সংশ্লিষ্ঠ পর্যাপ্ত বই ও জার্নাল থাকতে হবে। লাইব্রেরী, স্কেলিটন, মানবদেহের বিভিন্ন অংশের হাড়, মডেল, ফেনটম, চার্ট, চকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া ল্যাবটপ ও ওভারহেড প্রজেক্টর প্রভৃতি থাকতে হবে।

৭.৬. ক্লিনিক্যাল প্রাকটিসের আবশ্যিক সুযোগ-সুবিধাঃ

শিক্ষার্থীদের ক্লিনিক্যাল অনুশীলনের জন্য ইএসপি (Essential service program)/ইএসডি (Essential Service delivery) সেবা গ্রহনের সুবিধা সম্পন্ন নূন্যমত ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল থাকতে হবে অথবা অনুরূপ হাসপাতালের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

৭.৭. (১) ক্লিনিক্যাল অনুশীলনের সময় শিক্ষক থাকতে হবে এবং যাতায়াতের যানবাহনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(২) প্র্যাকটিসের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক/ইনস্ট্রাক্টর অবশ্যই থাকতে হবে এবং যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সুব্যবস্থা করতে হবে।

৭.৮. ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির যোগ্যতা ও কোর্সের মেয়াদঃ

(১) দুই বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মহিলা ছাত্রী এবং পুরুষ ছাত্রের অনুপাত হবে ৭০:৩০। তবে আনুপাতিক হারে পুরুষ ছাত্র পাওয়া না গেলে মহিলা ছাত্রী দিয়ে পুরুষ কোটা পূরণ করা হবে।

(২) বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে একই সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পত্রিকায় ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে এবং ভর্তির প্রয়োজনীয় শর্তাদির ভিত্তিতে যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী নির্বাচন করবে। ভর্তি কমিটিতে অবশ্যই নার্সিং কাউন্সিলের প্রতিনিধি রাখতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের অধির্ভূক্তি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অস্বচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ৫% বৃত্তির সংস্থান রাখতে হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছল ও মেধাবীদের আসন সংরক্ষিত থাকতে হবে।

৭.৯. পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে পরীক্ষা পরিচালিত হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদপত্র ও রেজিস্ট্রেশন বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল প্রদান করবে।

৭.১০,প্রতিষ্ঠানগুলো অত্র নীতিমালা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করবে এবং বেতন ও ভাতাদি প্রদান করবে। যা সরকারী কাঠামোর নিম্নে হবে না।

৭.১১. বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল একটি ইউনিফাইড নূন্যতম ষ্ট্যান্ডার্ড কারিকুলাম (পাঠ্যক্রম) নিশ্চিত করবে যার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করবে। তবে এ ক্ষেত্রে নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যসূচী বহাল রেখে প্রয়োজনে অতিরিক্ত মডিউল পড়ানো যাবে। প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর তা মূল্যায়ণ করে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করবে।

৭.১২. বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কোর্স কার্যক্রমে নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন, গুণগত মানের মূল্যায়ণ ও পর্যবেক্ষণ করবে। প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম অনুসরণে সেমিস্টার বা কোর্স পদ্ধতিতে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারিক শিক্ষার সময়সূচী প্রণয়ন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে এবং প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে হাসপাতালে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কে অনুশীলন করতে পারে তা নিশ্চিত করবে। এ বিষয়ে বিএনসি প্রতি বৎসরে কমপক্ষে একবার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ব্যবহারিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে।

৮. মূল্যায়নঃ

বছরে নূন্যতম ১ (এক বার) প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষন মান মূল্যায়নের জন্য কাউন্সিল পরিদর্শন করতে পারবে এবং এই জন্য ধার্যকৃত ফি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হবে।

৯. অনুমোদন বাতিলঃ

প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কোন ধরণের ত্রুটির প্রমাণ পেলে কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ তথা রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। তবে সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আপিল করতে পারবে।

১০. অন্যান্য আবশ্যিক শর্তাবলী ঃ

১০.১. বাজেট বরাদ্দঃ

২৪ মাসের কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বাৎসরিক বাজেটের সংস্থান থাকতে হবে এবং প্রাথমিক আবেদনপত্রের সাথে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি পেশ করতে হবে।

১০.২. বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি যথাযথভাবে যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদান করবে। যোগ্যতা সম্পন্ন রেজিষ্টার্ড অডিট ফার্ম দ্বারা প্রতি আর্থিক বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করতে হবে।

১০.৩. বেসরকারী পর্যায়ে কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স চালুর জন্য ইনস্টিটিউটের নামে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ফিক্সড ডিপোজিট থাকতে হবে যা কোন পরিস্থিতিতেই উত্তোলন করা যাবে না। তবে এ টাকা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ খরচ করা যেতে পারে। আবেদন পত্রের সাথে ফিক্সড ডিপোজিট সংক্রান্ত ব্যাংক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

১১. কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স চালুর আবেদনের সঙ্গে সার্ভিস চার্জ বাবদ "বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল" এর অনুকূলে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা দিতে হবে (অফেরৎযোগ্য)।

১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন সময় প্রয়োজন মত এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন করতে পারবে।

০২। এ মন্ত্রণালয়ের ২৬-১১-২০০৯ তারিখে স্বপকম/কার্যক্রম-১/এনজিও-৩৭/০৭(অংশ)/৫৫৮ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত প্যারামেডিক কোর্স নীতিমালা ২০০৯ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। তবে উক্ত নীতিমালার আলোকে যে সকল কাজকর্ম ও ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে, তা বৈধ বলে গণ্য হবে।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৩/০৩/২০১৩

(গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭২৭৭৯

নং-৪৫.১৫৮.১১০.০০.০০.০২৮.২০১২- ১২৩

তারিখঃ ২৯-১১-১৪১৯ বাং / ১৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব(হাসপাতাল ও নার্সিং)/(পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপসচিব (নার্সিং),স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, ১৪-১৫ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৬। রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল, ২০৩ শহীদ সৈদয় নজরুল ইসলাম স্মরণি, বিজয়নগর, ঢাকা।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৩/০৩/২০১৩

(গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৭২৭৭৯.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অতিরক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।